



সীমান্ত সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ

১৪ জুলাই : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সীমান্ত বেড়া নির্মাণের জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুততর করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ১,০২৪.৭৫ একর জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৭২.৬ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া নির্মাণের কাজ এগোবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সীমান্ত সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি জমি হস্তান্তর করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে ৪৫.৪ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া নির্মাণের জন্য ৩৩৭ একর জমি বিএসএফ-কে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা। সেখানে ৪২.০৭ কিমি বর্ডারের জন্য বিএসএফের হাতে জমি দেওয়া হয়েছে ২৪১.০৩ একর। মালদায় ২০.১৫ কিমি বর্ডার অঞ্চলে আধুনিক ফেলিং-এর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বিএসএফ জমি পেয়েছে ১৭৬.৭৮ একর। কোচবিহারে হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ ১৩৫.৩৩ একর। নদিয়াতে বিএসএফকে দেওয়া হয়েছে ৯৫.১১ একর জমি। এছাড়াও দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও বিএসএফের হাতে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। প্রসঙ্গত, শপথগ্রহণের পরেই প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং-এ সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের দাবি, সীমান্ত সুরক্ষা এবং

দ্বিতীয় পাতায়

বঙ্গে একগুচ্ছ প্রকল্পে সম্মতি

কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত

- ১৯টি বৃহৎ প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের জট কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কেন্দ্রের ৮,৫০৮ কোটি টাকার সহায়তা-সহ মোট ১২,০৬৪ কোটি টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করা হবে; ভবিষ্যতে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের জন্য অন্তর্বর্তী ভিত্তিতে এক লক্ষ বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে এবং সমীক্ষার সময়সীমা ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
- ব্যাপ্ত ঋণ ও কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জোরদার করা হবে।
- আলু, ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মালদায় আম ও লিচুর জন্য 'ক্লিন প্ল্যান্ট সেন্টার' তৈরির ঘোষণা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ছাড়া পুরণ সম্ভব নয়।" তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং রাজ্যের নতুন প্রশাসনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ এখন উন্নয়নের নতুন পথে এগোচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সড়ক, রেল, মেট্রো, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও শ্রমক্ষেত্র মিলিয়ে ৮২ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১৯টি বৃহৎ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। যা তৃণমূল আমলে কেন্দ্র বিরোধিতায় আটকে ছিল। জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, বন দফতরের অনুমোদন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা স্থানান্তর-সহ দীর্ঘদিনের জট কাটাতে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনকে সময়বদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রতা কাটাতে তিনি রাজ্যস্বত্বের একটি প্রজেক্ট মনিটরিং গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছেন। এই খাতে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে ৮,৫০৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে বলে জানান শিবরাজ সিং। রাজ্যের অংশ মিলিয়ে মোট ১২,০৬৪ কোটি টাকার বেশি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ করা হবে। তাঁর দাবি, লক্ষ্য শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়, ভবিষ্যতে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দিকেও এগোচ্ছে সরকার। তিনি জানান, গত ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া 'ভিবি-জি রায়ম জি অ্যাক্ট, ২০২৫'-এর আওতায় গ্রামীণ রাস্তা, পুকুর, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য অন্তর্বর্তী ভিত্তিতে এক লক্ষ বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে সমীক্ষার কাজ শেষ না হওয়ায় সমীক্ষার সময়সীমা আগামী ১৫ অগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, সমীক্ষা এবং বাস্তব যাচাইয়ের কাজ দ্রুত শেষ করে যোগ্য পরিবারগুলিকে দ্রুত বাড়ি বরাদ্দ করতে হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে,

দ্বিতীয় পাতায়

স্কুলশিক্ষায় ৬৩৯ কোটি টাকা

১৪ জুলাই : স্কুল শিক্ষার বেহাল ব্যবস্থাকে টেনে তুলে, পশ্চিমবঙ্গের মূল শিক্ষা কাঠামোর অবক্ষয় রোধে কাজ শুরু করল, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ এবং প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া (পিএম-শ্রী) প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিল পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের সমস্ত অচলাবস্থা কাটিয়ে চলতি অর্থবর্ষেই কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুল শিক্ষার অবহেলায় কোনও ত্রুটি রাখেনি মমতা নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে, ভ্রান্ত রাজ্যশিক্ষানীতি লাগু করেছিল। সেই জট কাটিয়ে, স্কুলশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে এনইপির আওতায় আনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং দিল্লি থেকে আসা আটজন শীর্ষ আধিকারিক বৈঠকে অংশ নেন। আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং পিএম-শ্রী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রায় ৮১ হাজার স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি, পিএম-পোষণ প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার বড় পদক্ষেপ করেছে। সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী, রাজ্যের ৫১ লক্ষ ৬১ হাজার প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়ার জন্য রান্নার খরচ ছাত্রপিছু দৈনিক ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। আগামী ১ অগস্ট থেকেই নতুন এই হার কার্যকর হবে। এছাড়া, পিএম-পোষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সমস্ত স্কুলে শতভাগ এলপিজি সংযোগ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি ইউনিটে ৩ হাজার টাকা করে গ্যাস সংযোগের খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। এই উদ্যোগে মোট প্রায় ৪১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সরকারের দাবি, এর ফলে স্কুলগুলিতে আরও নিরাপদ রান্নাঘর গড়ে উঠবে এবং শিশুদের পুষ্টির খাবার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আগার প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার রীধুনি-সহায়িকার মাসিক সম্মানিকও বাড়ানো হয়েছে। এতদিন তাঁরা মাসে

২ হাজার টাকা পেতেন, যা বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই খাতে অতিরিক্ত প্রায় ২২৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, পর্যায়ক্রমে সমস্ত স্কুলে গ্যাসভিত্তিক রান্না চালু হওয়ার পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পও বাস্তবায়িত হবে। স্কুলগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, বিশুদ্ধ ও আসেনিকমুক্ত পানীয় জল এবং উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। গরমের সময়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বস্তি দিতে যেসব স্কুলে এখনও সিলিং ফ্যান নেই, সেখানে ফ্যান বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মেয়েদের স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন ডেভেলপমেন্ট বসানো এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওয়াটার পিউরিফায়ার ব্যবহারের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণও সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে কার্যকর করা হবে। পুরো প্রক্রিয়া তদারকির জন্য মুখ্যসচিব পর্যায়ের একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার প্রসঙ্গে সুভেন্দু অধিকারী জানান, শিক্ষক নিয়োগের গতি বাড়তে সুপ্রিম কোর্টে চলা মামলাটি প্রত্যাহার করবে রাজ্য সরকার। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের নীতিগত ভুলের কারণেই এই জটিলতা তৈরি হয়েছিল। নতুন আইন পাশ করে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের পর অতিরিক্ত ছয় হাজার শিক্ষক নিয়োগের পথ খুলে যাবে। স্কুল পরিচালনায় অভিভাবকদের আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা আইনে সংশোধন এনে স্কুল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান বা সহ-সভাপতির পদে অভিভাবকদের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে, বেসরকারি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরও কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬৩৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পগুলির অনুমোদন পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ শিশুদের জন্য যে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, সেটাই আগামী দিনের বাংলা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।"

শৌর্য বিজয় যাত্রার সূচনা

১৪ জুলাই : কার্গিল বিজয় দিবস ২০২৬ (অবসরপ্রাপ্ত) সঞ্জয় কুমার-সহ সকল বীর উদযাপন উপলক্ষে সোমবার নয়াদিল্লির জাতীয় যুদ্ধস্মারক থেকে ১৩ দিনব্যাপী 'শৌর্য বিজয় যাত্রা'-র সূচনা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মোট ২৮ জন আরোহী—যাঁদের মধ্যে বর্তমান ও প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন—মোট ১,৯০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ২৬ জুলাই দ্রাসের কার্গিল যুদ্ধস্মারকে পৌঁছবেন। 'ওয়ান রাইড, ওয়ান নেশন, ওয়ান স্যালুট' স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই মোটরসাইকেল অভিযানের উদ্দেশ্য ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সেনাদের সাহস, দৃঢ়তা ও বীরত্বকে স্মরণ করা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, প্রায় ২০ হাজার ফুট উচ্চতা এবং মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রতিকূল পরিবেশেও ভারতীয় সেনারা অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে শত্রুর দখল থেকে প্রতিটি শৃঙ্গ, পাহাড় ও বাঙ্কার পুনর্দখল করেছিলেন। তিনি বলেন, "দিল্লির এই পবিত্র মাটি যখন কার্গিলের মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, তখন তা দেশের বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধা ও শহিদদের বীরত্বের এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠবে।" তিনি আরও বলেন, এই যাত্রায় সেনাকর্মী, প্রাক্তন সেনা এবং সাধারণ নাগরিকদের একত্রিত হওয়া ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা, লেফটেন্যান্ট মনোজ কুমার পাণ্ডে, সুবেদার মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) যোগেন্দ্র সিং যাদব এবং সুবেদার মেজর

সেনানিকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, তাঁদের আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মের কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এই অভিযানের পথে আরোহীরা চণ্ডীমন্দির যুদ্ধস্মারক, রেজাং লা যুদ্ধস্মারক এবং লেহ যুদ্ধস্মারক-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। পাশাপাশি, বীর নারীদের সংবর্ধনা জানানো হবে। অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে জাতীয় যুদ্ধস্মারকের পবিত্র মাটি-ভর্তি একটি কলস কার্গিলে নিয়ে যাওয়া হবে। ২৬ জুলাই কার্গিল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সেই মাটি আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সেনাদের সাহস, দৃঢ়তা ও বীরত্বকে স্মরণ করা। অনুষ্ঠানে কার্গিলের মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, তখন তা দেশের বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধা ও শহিদদের বীরত্বের এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, এই যাত্রায় সেনাকর্মী, প্রাক্তন সেনা এবং সাধারণ নাগরিকদের একত্রিত হওয়া ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তুলবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা, লেফটেন্যান্ট মনোজ কুমার পাণ্ডে, সুবেদার মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) যোগেন্দ্র সিং যাদব এবং সুবেদার মেজর



সম্পাদকীয়

হরমুজে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপরে বিপদ বেড়েছে বই কমেনি। উল্টো দিকে, ট্যারিফ ধার্য করার জন্য বিপাকে ট্রাম্প। কাশ্মীরের যে অংশে নেহরুর ভ্রান্ত যদিও ট্রাম্পের নাছোড় মনোভাবের কথা বিদেশনীতির কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সকল রাষ্ট্রনেতাই বিদিত। সুতরাং ট্রাম্পের ট্যারিফকে বলেকয়ে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা হলো গালফ দেশগুলির তরফে। ট্রাম্প দেখলেন, যে কোনও মূল্যেই যদি ঘরে লক্ষ্মীলাভ হয়, তবে কিছুটা হলেও বিরোধীদের মুখে কুলুপ পরানো যাবে। সুতরাং তড়িঘড়ি প্রেস কনফারেন্স ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি ট্যারিফের বিরোধী। গালফ দেশগুলি তাঁর বিরোধিতার অবস্থান বুঝতে পেরে আমেরিকায় বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে। নইলে এভাবে যুদ্ধ চালানো তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ছিল। ট্রাম্প পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর আর্থিক ভাঁড়ার এবার চাপ পড়েছে। সুতরাং প্রোটেকশন মনি যাকে সাদা বাংলায় তোলাবাজি বলে, তিনি সেই পথে হাঁটবেন। এই অভিমুখকে শেহবাজ শরিফের মতো আদ্যন্ত পররাষ্ট্র পরিস্থিতির সুবিধে নেওয়া লোকও বুঝতে বিলম্ব করেননি। ফলে সৌদিতে ইরানের আক্রমণের পরেই নাম না করেই ইরানকে এক হাত নিয়েছেন শেহবাজ। আসলে ইরান ও আমেরিকার হাতে পাকিস্তানের তেলের যোগান নির্ভরশীল। যার জেরে পাকিস্তান প্রতিবছর কাছাকাছি ২০০ মিল. ইউএস ডলার বাঁচায়। যদিও মোট আমদানীর ১৪ শতাংশ ইরানিয়ান ড্রুড পাকিস্তান বালুচিস্তান বর্ডার দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে আমদানি করে। কিন্তু ইদানীং বালুচরা যেভাবে দাঁতনখ বার করে আক্রমণ শানাচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের

কাশ্মীরের যে অংশে নেহরুর ভ্রান্ত বিদেশনীতির কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছিল, সেই আজাদ কাশ্মীরও ঘোষণা করে দিয়েছে, তারা আজাদ নয়। উল্টে বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার। আবার পেহলগাম আক্রমণের পরে, ভারত সিন্ধু জলচুক্তি রদ করেছে। ফলে জলের ঘাটতিও পাকিস্তানের একটি মাথাব্যথার কারণ। চিনকে চুক্তির অংশ করার একটি চেষ্টা যদিও পাকিস্তান চালাচ্ছে বলে দ্য ডিপ্লোম্যাট জানিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে চিন কতটা ত্রিদেশীয় চুক্তিতে আগ্রহী হবে, তানিয়ে সন্দেহ আছে। যখন চুক্তির আরেকটি দেশ ভারত। আর্বিট্রেশন কোর্টের রায় নিয়ে পাকিস্তানি মিডিয়া চিৎকার শুরু করলেও, তাতে যে চিঁড়ে ভিজবে না সেকথাও ভারত ভালোমতোই বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে পাকিস্তান চুপ করে গেছে। সেটাই বিপদের সংকেত। সম্প্রতি এএনয়াইকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে আরভিএস মনি জানিয়েছেন, ২০০৮ মুম্বই হামলা কীভাবে কংগ্রেস ও আইএসআইয়ের মধ্যে একটি গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর দাবিকে খণ্ডন করতে, কোনও কংগ্রেস নেতাকেই দেখা গেল না। উল্টে রাহুল গান্ধী কোথায় সেনিয়ে শুরু হয়েছে তর্জা। ১৭ তারিখের ছাত্র কি গুঁজ নামক প্রোগ্রাম আদৌ হবে কিনা, সেনিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বই এখন সন্দিহান। পরিস্থিতি যা, তাতে আগামী ২০২৯ লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিকে ফের ঘন ও গাঢ় অক্সিজেন দেওয়ার কাজ হয়তো, খুব দ্রুত ঘটবে।



বৃষ্টিভেজা আঁধার পথে... বৃষ্টি শিগেটসে আজকের ছবিটি অর্থা চট্টোপাধ্যায়ের তোলা...

ভারত টেক্স-২৬ শুরু

১৪ জুলাই : নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং ‘ভারত টেক্স ২০২৬’-এর উদ্বোধন করলেন। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের সহযোগিতায় ‘ভারত টেক্স ট্রেড ফেডারেশন’ (বিটিটিএফ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীকে দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বস্ত্র সম্মেলন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। বিশ্বের বৃহত্তম সমন্বিত বস্ত্র মূল্যশৃঙ্খলভিত্তিক এই প্রদর্শনীতে ১৩০টিরও বেশি দেশ থেকে ছয় হাজারেরও বেশি ক্রেতা, প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার ব্যবসায়ী ও প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ঘটেছে। প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২০ হাজারেরও বেশি বস্ত্র ও পোশাক-সম্পর্কিত পণ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মাগেরিটা, বস্ত্রসচিব নীলম শামী রাও, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক, বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী, শিল্পপতি, রফতানিকারক এবং আন্তর্জাতিক বস্ত্র শিল্পের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাশিয়ার কৃষিমন্ত্রী তৈমুর গাভায়েভের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল এবং নিউজিল্যান্ডের কৃষি প্রতিমন্ত্রী মার্ক প্যাটারসনের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলও যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নীতিগত আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে ‘ভারত টেক্স’-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এই উপস্থিতির মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়েছে। অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, বিহারের শিল্পমন্ত্রী শ্রেয়সী সিং, তামিলনাড়ুর বস্ত্রমন্ত্রী এম. বিজয় বালাজি এবং শিল্পমন্ত্রী সেলভি এস. কীর্তনাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শিল্প সহযোগিতা আরও মজবুত করতে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, তেলঙ্গানা ও তামিলনাড়ুর জন্য পৃথক ‘সেট ইনভেস্টর কানেক্ট’ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে গড়ে ওঠা ‘পিএম মিত্র’ প্রকল্পের জন্য বিশেষ অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ‘ভারত টেক্স ২০২৬’-এ চার দিনে ২০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৩৫০ জন বিশেষজ্ঞ, শিল্পপতি, নীতিনির্ধারক ও গবেষক বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নেবেন। আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, স্পেন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার-সহ বহু দেশের শিল্প প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করছেন। ভারত-আমেরিকা তুলা শিল্প সহযোগিতা, ভারত-নিউজিল্যান্ড পশম শিল্প, ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং রাশিয়ার সঙ্গে বস্ত্র বাণিজ্য নিয়ে একাধিক বিশেষ বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়েছে। তিরুপ্পুর, ইচলকরঞ্জি এবং আমেদাবাদের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রকেন্দ্রগুলিও এখানে নিজেদের পণ্য প্রদর্শন করছে। পাশাপাশি আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, পর্তুগাল, স্পেন, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নেপাল-সহ ১৪টি দেশের প্রদর্শকরাও অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, মাত্র তিনটি সংস্করণের মধ্যেই ‘ভারত টেক্স’ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং নীতিগত আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘ফার্ম টু ফাইবার, ফাইবার টু ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন এবং ফ্যাশন টু ফরেন’— এই ‘৫এফ’ দর্শনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতীয় শিল্প ও বিশ্ববাজারের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে ‘ভারত টেক্স’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক বস্ত্র ও ফ্যাশন প্ল্যাটফর্ম ‘প্রিমিয়ার তিশন প্যারিস’-এর সঙ্গে ‘ভারত টেক্স ট্রেড ফেডারেশন’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

হরমুজ ঘিরে সংঘাত তীব্র

ট্যারিফ বিতর্কে নতুন করে চাপের মুখে ট্রাম্প

১৪ জুলাই : ইরান ও আমেরিকার আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ অব্যহত। সোমবার একটি প্রেস বিবৃতিতে, প্রেজ ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করবে, তাদেরকে কুড়ি শতাংশ ট্যারিফ, আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হবে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরেই, গোটা বিশ্বে সমালোচনা শুরু হয়। ব্রাজিলের প্রেজ প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানান, যে আমেরিকা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই করেছে, সেই আমেরিকার হরমুজ নিয়ে বর্তমান আচরণ, জলদস্যুসুলভই হচ্ছে। তীব্র সমালোচনার ঝড়ে পরবর্তীতে মঙ্গলবার নিজের বিবৃতির আংশিক সংশোধন করে ট্রাম্প জানান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত বাহারিনের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কথোপকথন হয়েছে। দেশগুলির প্রত্যেকেই আমেরিকায় বিপুল পরিমাণ লগ্নি করতে উৎসাহী। বিপুল লগ্নি এলে, হরমুজে কোনও ট্যারিফের প্রয়োজন নেই বলেই ট্রাম্প জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ইরানের থেকে বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল প্রতিবছর চিন কিনে থাকে। ফলে চিন অভিমুখী বার্তাও এদিন ট্রাম্প দেন। তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ফি নামক ধারণাটি পছন্দ করি না। কিন্তু ইরানের হাত থেকে তৈলবাহী জাহাজগুলিকে বাঁচাতে আমাদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমরা চিনসহ গোটা বিশ্বের জন্য এই প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও ক্ষতিপূরণ আমরা পাচ্ছি না। গতমাসে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বলা হয়েছিল, হরমুজ প্রণালী দিয়ে যেসব বাণিজ্যিক জাহাজযাবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইরান সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। তবে এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে মাত্র ষাট দিনের জন্য। প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করতে, ইরানের তরফে কোনও ট্যারিফ বসানো হবে না। ইরানের তরফে জানানো হয়েছে, এই চুক্তির অর্থ হিসেবে তারা ধরেছিল, ওয়াশিংটন হরমুজ প্রণালীর ওপর তেহরানের

নিয়ন্ত্রণের দাবিকে মেনে নিয়েছে—যা ইরানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তেহরান জানিয়েছে, হরমুজ জলপথ ব্যবহারকারী জাহাজগুলিকে ইরানের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হবে। সেক্ষেত্রে জাহাজগুলি কেবলমাত্র ইরানি উপকূলসংলগ্ন অঞ্চল দিয়েই যাতায়াত করবে। অতীতে, ওমানের উপকূলর্ষেযা পথ দিয়ে ইরানের অনুমতি ছাড়া যেসব জাহাজ গিয়েছে, ইরান সেই জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ শানিয়েছে। তবে ওয়াশিংটনের মতে, চুক্তির ভাষ্য অনুযায়ী ইরান বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত সুনিশ্চিত করবে মাত্র। বলপ্রয়োগ করে কোনও ধরণের বাধা আরোপ করতে পারবে না। এই মতপার্থক্যই বর্তমানে সংঘাত বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মনে করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। আমেরিকার লাগাতার আক্রমণের সামনে দেশবাসীকে ভরসা দিতে, মঙ্গলবার ইরানের প্রেজ মাসুদ পেজশকিয়ান একটি টুইট করেন। টুইটে তিনি বলেন, ইতিহাসে দক্ষিণ ইরান সর্বদাই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। আজও এই অঞ্চলের মহান মানুষ শত্রুর আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট কঠিন সময়কে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন। আমি এই বিশ্বস্ত ও সংগ্রামী জনগণের পাশে আছি এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে সৌদি আরবে ইরানের আক্রমণের নিন্দা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও একটি টুইট করেন। টুইটে তিনি জানান, সৌদি আরবে আমেরিকান সংস্থায় ইরানের হামলা বর্বরোচিত। হামলার নিন্দা করে শরিফ জানান, এই কঠিন দুঃসময়ে পাকিস্তান সৌদি আরবের পাশেই রয়েছে। প্রসঙ্গত, ইরানের সেনাবাহিনী ও আইআরজিসির মধ্যে মঙ্গলবার একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে আমেরিকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সব ধরণের সূচনা নেওয়ার কথা জানিয়েছে আইআরজিসি।

অব্যবহৃত জমিতে গড়ে তোলা হবে শিল্পতালুক

১৪ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে শিল্প সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করা হলেও যেসব জমি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নতুন শিল্প প্রকল্প গড়ে তুলতে আইনি পথ অনুসরণ করে এই জমিগুলি ফেরত নেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রিগোষ্ঠীর (গ্রুপ অব মিনিস্টার্স বা জিওএম) প্রথম বৈঠকে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলির দখলে থাকা জমির তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে। পাশাপাশি, নতুন শিল্প স্থাপনের উপযোগী জমিও চিহ্নিত করা হবে, যাতে রাজ্যের শিল্পভূমি ভাণ্ডার আরও সম্প্রসারিত করা যায়। বৈঠকে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং নতুন শিল্পনীতির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগের প্রস্তাবেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে গতি আনতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, চলতি বাজেটে ঘোষিত ৫০০ কোটি টাকার শিল্প প্রণোদনা প্যাকেজের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। কোন কোন শিল্পক্ষেত্র এই আর্থিক প্রণোদনার আওতায় আসবে এবং কীভাবে তা বণ্টন করা হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সীমান্ত সুরক্ষা

প্রথম পাতার পরে
নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের পরিকাঠামোগত প্রকল্প দ্রুত সম্পূর্ণ করার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। অন্যদিকে, সুন্দরবনের বর্ডার সংলগ্ন দ্বীপ অঞ্চলগুলি ঘুরে দেখলেন বিএসএফের ডিজি, প্রবীন কুমার। মোহনার গহীন অঞ্চলগুলিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মপরিচালনা নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ওই অঞ্চলগুলিতে বাসরত বাসিন্দাদের সঙ্গেও ডিজি আলোচনা করেন। পরে, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন।

প্রকল্পে সম্মতি

প্রথম পাতার পরে

দীনদয়াল অস্ত্যোদয় যোজনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য ২৯৫ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৪৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ এবং ৫০ কোটি টাকার কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। এই অর্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দেশজুড়ে গড়ে ওঠা নয়টি ‘ক্লিন প্ল্যান্ট সেন্টার’-এর অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে মালদাকে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করা হয়েছে। মালদায় আম, লিচু-সহ বিভিন্ন ফলের রোগমুক্ত ও উন্নত চারা উৎপাদনের জন্য আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বড় নার্সারিগুলির জন্য ৩ কোটি টাকা এবং মাঝারি নার্সারির জন্য দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তৃণমূল আমলে পাট ও আলু বীজের জন্য অঙ্কপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের ওপরে নির্ভর করতে হতো। যে পার্টিশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশকে একসময় পথ দেখাতো, সেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ আসত ভিনরাজ্য থেকে। পররাজ্যনির্ভরশীলতা কমিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের ‘সিড লাইন মেট্রোতে চালকবিহীন রেক চালাবার হাব’ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান শিবরাজ সিং চৌহান। আলুর বীজ, হাইব্রিড ভুট্টা এবং অন্যান্য ফসলের চলাচল। রেল দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানানো বীজ উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য হয়েছে।

সরকারের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। পাশাপাশি, অর্কিড চাষ এবং উদ্যানপালন প্রকল্পেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর), রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক কৃষি রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। মাটি, জলবায়ু এবং স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে অঞ্চলভিত্তিক ফসল পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতা আরও বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। একই সঙ্গে নার্বার্ড এবং বিভিন্ন ব্যাক্সের সহযোগিতায় গ্রাম পর্যায়ে শিবির আয়োজন করে কৃষকদের মধ্যে কিশাণ ক্রেডিট কার্ডের বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, “এক সময় পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন থরকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। একই সঙ্গে সুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশায় এখন পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত রাজ্যের পথে এগোচ্ছে। কেন্দ্র এই যাত্রায় রাজ্যের পাশে থাকবে।” প্রসঙ্গত, এদিনই হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ গ্রীন লাইন মেট্রোতে চালকবিহীন রেক চালাবার অনুমতি মিলেছে। পরীক্ষার পরে পুজোর আগেই শুরু হবে চালক বিহীন মেট্রোর চলাচল। রেল দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে।



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়)